যুগান্তর

তারিখ ... 9 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

পাঠ্যবই সংকট সংশ্লিষ্ট ১৬ জনের বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ

মুসতাক আহমদ

সরকারকে একমাসের আলটিমেটাম দিচ্ছে '২০১০ সালের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ সম্পর্কিত জাতীয় কমিটি'। এর মধ্যে আগামী শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক ছাপানো কাজে পদে পদে বাধা সৃষ্টিকারী সিন্ডিকেটের সাত সদস্যকে শাস্তি দিতে হবে। এই ৭ জনের মধ্যে ৫ জন কর্মকর্তা ও দু'জন প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে জড়িত। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, এছাড়াও তারা চলতি বছরের (২০০৯) পাঠ্যপুস্তক সিন্ডিকেটের হোতা হিসেবে চিহ্নিত ৯ ব্যক্তিকেও শাস্তি দেয়ার সুপারিশ করছেন। নামপ্রকাশ না করে কমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য জানান, তারা মন্ত্রীর হাতে সংশ্লিষ্টদের নাম তুলে দেবেন। এক মাসের সময় দেবেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। সরকার ব্যবস্থা না নিলে তিনিসহ কমিটির

সংকট : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

সংকট : পাঠ্যবই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কয়েকজন সদস্য পদত্যাগ করবেন।

এদিকে কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান যুগান্তরকে জানিয়েছেন, ২০০৯ সালের ঘটনার আলোকে সরকার ইতিমধ্যে একজন ব্যক্তিকে গোয়েন্দা নজরে রেখেছে। তার কার্যকলাপ মনিটরিং হচ্ছে। যে কোন সময়ে তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে। তবে সূত্র জানায়, এই সংখ্যা ৯ জন বলে জানা গেছে।

আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য সরকার প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই দেবে। সাধারণ মাধ্যম বা স্কুল, মাদ্রাসা এবং কারিগরি এই তিন স্তরের শিক্ষার্থীরাই বই পাবে। এ লক্ষ্যে সরকার মোট ২০ কোটি বই ছাপানোর কাজ হাতে নিয়েছে। কিন্তু গত মার্চ মাসে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর থেকে সরকার পদে পদে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রায় সাড়ে চার মাস পার হতে চললেও শুধু ইবতেদায়ী স্তর ছাড়া আর কোন স্তরের বই ছাপার কাজ শুরু করতে পারেনি। অথচ হাতে সময় আছে মাত্র ৫ মাস। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্টরা গভীর আশংকা প্রকাশ করেছেন, চলতি বছরের মতো আগামী বছরও শিশু-কিশোরদের হাতে বই তুলে দিতে বিলম্ব হবে। আর এতে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সরকারের ভাবমূর্তি। প্রসঙ্গত, এবার প্রাথমিক স্তরের জন্য ৭ কোটি ৮০ লাখ, মাধ্যমিকে ৭ কোটি ৬২ লাখ, ইবতেদায়ী স্তরে ১ কোটি ১৮ লাখ, দাখিলে ১ কোটি ৪৫ লাখ, কারিগরিতে ১৬ লাখ ৪০ হাজার ৪৩৭টি বই ছাপতে হবে।

সাতজনসহ সিন্ডিকেটের মোট ১৬ জন

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আগামী বছরের বই এখন পর্যন্ত ছাপার কাজ শুরু না করতে পারার পেছনে দায়ী হিসেবে যে সাতজনকে দায়ী করা হয়েছে, তাদের মধ্যে দু'জন দলনেতা এবং বাকিরা সদস্য। ওই দু'জন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব এবং আরেকজন মন্ত্রীর দফতরের কর্মকর্তা। এছাড়া এনসিটিবিতে ঘাপটি মেরে আছে তিনজন। এদের মধ্যে একজন স্থায়ী কর্মকর্তা। বাকি দু'জন সদ্য যোগদান করেছেন। এছাড়া অন্য দু'জন প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নাম প্রকাশ না করে জাতীয় কমিটির একজন সদস্য জানান, তারা এই সাত কুতুবের নাম লিখে নিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রীকে দু'একদিনের মধ্যে নামগুলো হস্তান্তর করে আকশনের সুপারিশ করবেন। তাদের না সরালে তারা (জাতীয় কমিটি) সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারবেন না বলে মনে করছেন। এ কারণে মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া থেকে চিহ্নিতদের সরাতে হবে, নইলে তারা জাতীয় কমিটিতে থাকবেন না।

সূত্র জানায়, বাকি নয়জন হলেন চলতি বছরের মাধ্যমিকের বই সংকটের সঙ্গে জড়িত। এই নয়জন শুধু কোমলমতি শিশু আর তাদের অভিভাবকই নয়, সরকারকেও লিখি করে ফেলে। বই ছাপা হলেও তা বাজারে যায়নি। আবার যা বাজারে গেছে, তা কিনতে হয়েছে দ্বিগুণ-তিন গুণ মূল্যে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এভাবে এবার অবৈধ সিন্ডিকেটকারীরা প্রায় ২শ' কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

সূত্র জানায়, মূলত টাস্কফোর্সের রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত নয়জনের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়া হবে। টাস্কফোর্সের রিপোর্টে যে ১৮টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে ৮০ ভাগ কাজ নিয়ে সংকটের হোতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের মধ্যেই ৯ জন রয়েছে বলে জানা যায়। তবে বিভিন্নভাবে ম্যানেজ করে যারা পার পেয়ে গেছে, তাদের বিরুদ্ধে আপাতত অ্যাকশন নেয়া না গেলেও তাদের গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখা হয়েছে। সুযোগমতো গ্রেফতার পর্যন্ত করা হতে পারে।

সূত্র জানায়, অ্যাকশনে যেতে সরকারকে এ মুহূর্তে টাস্কফোর্সের রিপোর্টের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে প্রাথমিকভাবে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ৯ জন। এদের বিরুদ্ধে এখন অ্যাকশন হবে।

জাতীয় কমিটির সভা

সার্বিক প্রেক্ষাপটকে সামনে শনিবার জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) জাতীয় কমিটির এক সভা বসে। এতে তারা গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সভার সভাপতি অধ্যাপক আখতারুজ্জামান সরকারের কাছে সুপারিশ পেশের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, সংকট সৃষ্টিকারীসহ পদে পদে কারা বাধা দিচ্ছে তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে। অ্যাকশন হবে। আপনারা দেখবেন। সার্বিক বিষয় সরকারের নজরে রয়েছে। তিনি আরও জানান, এ বছরের মতো শিশুদের বই দিতে না পেরে যেন অপবাদ টানতে না হয়, সে ব্যবস্থা নিতে তারা সুপারিশ করবেন। সভায় একটি লিখিত বক্তব্য পাঠের মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত করেন সভাপতি। এতে তিনি পাঠ্যবই প্রকাশনাসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যায়, বই প্রকাশের প্রধান নিয়ামক কাগজের সংগ্রহের অবস্থা ইত্যাদি তুলে ধরেন। তিনি দু'ধাপে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে জেলা পর্যায়ে বই পৌঁছানোর প্রত্যয়ের কথা জানান। তিনি বলেন, এসব কাজে সফলতার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সব গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগিতা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহও নিরবচ্ছিন্ন রাখা হবে। এছাড়া কার্যক্রম দেখভাল করতে মনিটরিং ও কাউন্টার মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি বই প্রকাশ ও বিতরণের ব্যাপারে অসহযোগিতাকারী ও শত্রুতাকারীদের অপপ্রয়াস সম্পর্কে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা কমিটিকে অবহিত করার আহ্বান জানান। সভায় অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, এনসিটিবির চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ প্রমুখ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এসময় সাংবাদিকরা খণ্ডকালীন সদস্য নিয়োগ করে মনিটরিং বাড়ানো, বিগত বছরের সংকটকারীদের ধরে শাস্তি দেয়া, গাইড-নোট ব্যবসা বন্ধ, এনসিটিবির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনাসহ বিভিন্ন সুপারিশ করেছেন।